সমকাল

তারিখ ... 4 JUL 2017
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

স্কুল ছুটি দিয়ে সংবর্ধনা

বিলম্বে হলেও অবসান হোক

তিন বছরের বেশি সময় আগের একটি অঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক খুলনার ডুমুরিয়া যাচ্ছেন। সংবাদটি কৌতূহলোদ্দীপক বটে। প্রভাবশালী কেউ বিধি ভঙ্গ করলে, জনপরিসরে অনিয়ম করলে যে জনপ্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, তা মিলিয়ে যেতেও সময় লাগে না আমাদের দেশে। কখনও কখনও তদন্ত কমিটি হয় বটে, তা হারিয়ে যায় দীর্ঘসূত্রতার মরীচিকায়। সেদিক থেকে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার সংসদ সদস্য প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দের ঘটনাটি ব্যতিক্রমই বলতে হবে। ২০১৪ সালের এপ্রিলে গোটা উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে শিক্ষার্থীদের জড়ো করে উপজেলা চত্বরে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এ বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ হলে সমালোচনার ঢেউ ওঠে। এক পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। আমাদের মনে আছে, তার আগে দেশের আরও কয়েকটি স্থানে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও শিক্ষার্থীদের দাঁড় করিয়ে রাখার নজির ছিল। যদিও গোটা উপজেলার স্কুল আনুষ্ঠানিক ছুটি দেওয়ার নজির ছিল কি-না সন্দেহ। আমাদের এও মনে আছে, ওই বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে একটি পরিপত্রও জারি করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী 'কঠোর ব্যবস্থা' নেওয়া হবে। যদিও এর পর আমরা অপেক্ষাকৃত কম হলেও পুনরাবৃত্তি দেখেছি। শুধু মন্ত্রী-এমপি বা রাজনীতিক নন, গত বছর জানুয়ারিতে নীলফামারীর জলঢাকায় দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের আগমন উপলক্ষে একই শিক্ষার্থীদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, পরিপত্র অনুযায়ী কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নজির আমরা দেখতে পাইনি। এমনকি ডুমুরিয়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি হলেও আমরা দেখছি, তিন বছর পর এর সরেজমিন তদন্তে যাওয়া হচ্ছে। তদন্তে যাতে প্রভাবশালীরা পার পেয়ে নিরীহরা আটকা না পড়ে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। আমরা মনে করি, বিলম্বে হলেও ব্যবস্থা নেওয়ার একটি নজির স্থাপিত হোক। বিলম্বে হলেও এই অগ্রহণযোগ্য সংস্কৃতির অবসান হোক।